ইউনিট - ৩

মুতাযিলা

(THE MU'TAZILAS)

ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী কাদারিয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে একটি শক্তিশালী চিন্তাগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে যারা মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠী নামে পরিচিত। মুসলিম দর্শনে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। পরবর্তীকালে মুসলিম দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটে মুতাযিলাদের স্বাধীন চিন্তার পথ অনুসরণ করে। মুতাযিলারা অত্যন্ত যুক্তিবাদী ছিলেন এবং ধর্মের প্রজ্ঞান্বিত ব্যাখ্যায় তাঁরানিজেদের ব্যাপৃত করেন। সেজন্য ইতিহাসে তাঁরা বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী যেমন মুতাযিলাদের প্রেরণা যোগায়, ঠিক তেমনি খারিজীদের উগ্রতা এবং মুরযিয়াদের ধর্মশৈথিল্যতা তাঁদের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে। ওয়াসিল বিন আতা এইচিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা।

মুতাযিলাদের আলোচ্য বিষয়সমূহ কোরআন থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়াই হলোএই বুদ্ধিবাদী গোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহর গুণাবলী, ইচ্ছার স্বাধীনতা, কোরআনের নিত্যতা, আল্লাহরদর্শন, সৃষ্টি রহস্য, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়সম্পর্কে যৌক্তিক আলোচনা করা ছিলমুতাযিলাদের প্রধান কাজ। এই সমস্ত বিষয়ে ব্যাখ্যাদেওয়ার কারণেই তাঁরা বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এ সম্পর্কে এইচ. এ. আর গিব মন্তব্য করেন যে, 'মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর অভ্যুত্থানকালে এই গোষ্ঠীর চিন্তাবিদরা বুদ্ধিবাদীর চেয়ে বরং কঠোর নীতিনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁদের শিক্ষা কোরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং কোরআনের ওপরেই প্রতিষ্ঠিতছিল।'

মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর সব চিন্তাবিদ একই বিষয়ে এবং একই উপায়ে তাঁদের মতবাদ প্রচার করেননি। তাঁদের মতবিরোধের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত। ওয়াসিল-বিন-আতা মনে করতেন যে, আল্লাহ তাঁর সিফাতের এক অস্পষ্ট ঐক্য। অন্যদিকে আল-আল্লাফ মনে করতেন যে, আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তা ব্যক্ত করার ভঙ্গিমা মাত্র। এভাবে দেখা যায় যে, মুতাযিলাদের মতবাদ প্রচার করার ব্যাপারে তাঁরা একই রকম চিন্তাধারা রেখে যেতে পারেননি।

মুতাযিলারা উমাইয়া শাসকবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। সেজন্য উমাইয়া শাসনের শেষভাগে মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠী পরিণতি লাভ করে। তবে তাঁরা সর্বদা গোঁড়া মুসলমানদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন । তথাপি তাঁদের মতবাদ প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কারণ পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার নীতির অধীনে মুতাযিলারা তাঁদের মতবাদকে শক্ত ভিত্তিক ওপর প্রতিষ্ঠা করারপ্রকৃত সুযোগ পান।

এই ইউনিটে মোট তিনটি পাঠ রয়েছে

- ঐতিহাসিক জরিপ ঃ নাম, উৎস, প্রখ্যাত মুতাযিলাচিন্তাবিদও পতন
  (Historical Survey : The NZLb, Origin, Renowned Mu'tazilites andthe DownfalK)
- মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর মৌলিক মতবাদও তত্ত্ব
  (Main Doctrines and Theories of Mu'tazilites)
- ঐক্য ও ন্যায় বিচারের সমর্থক
  (The People of Unity and Justice)

পাঠ - ১

ঐতিহাসিক জরিপ ঃ নাম, উৎস, প্রখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ ও পতন।
(Historical Survey : The Nতখন, Origin, Renowned Mu'tazilites and the Downfalক)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর নামকরণ এবং ঐতিহাসিক জরিপ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর উৎসসম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ এবং তাঁদের পতন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মুতাযিলা শব্দের অর্থ হলো 'আহলুল ইতিজাল,' অর্থাৎ যারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মুমিন ও কাফিরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। তবে শাব্দিক অর্থে মুতাযিলাদের দলত্যাগী বলা হয়। পরকাল সংক্রান্ত একডট বিশেষ প্রশ্নোত্তরের প্রেক্ষিতে ইমাম হাসান আল-বসরীর শিষ্য ওয়াসিল-বিন-আতা ইমামের দলত্যাগ করে মসজিদের কোণায় বসে স্বাধীনভাবে মত প্রচারকরতে থাকেন। মুতাযিলারামুসলিম দর্শনে বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। কেননা তাঁরা মতবাদ প্রচারে স্বাধীন মনোভাব বজায় রাখেন। মুতাযিলা চিন্তাবিদগণের মধ্যে আল-আল্লাফ, আন-নাজ্জাম, মুতামির, মোয়াম্মার প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য মোতাবেক মুতাযিলারা সব সময় রাজকীয় ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। খলিফা মামুনের সময় তাঁদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু মামুনের মৃত্যুর পর তাঁদের শক্তি কমতে থাকে এবং আশারীয়ামতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে মুতাযিলাদের পতন ঘটে।

১. মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর নামকরণ এবং ঐতিহাসিক জরিপ

প্রথমদিকে মুতাযিলারা ধর্মীয় সমস্যার সাথে কিছু দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনাকরতেন। হিজরী প্রথম শতকের শেষভাগে এই চিন্তাগোষ্ঠীর উত্থান বসরা নামক স্থান থেকে শুরু হয়েছিল। সঠিক অর্থে মুতাযিলারাইসলামের বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। 'মুতাযিলা' শব্দটির অর্থ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ রয়েছে। মুতাযিলারা নিজেদের নামের অর্থ নিজেরা করে 'আহলুল ইতিজাল' বলে। অর্থাৎ যারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এবং মুমিন ও কাফিরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে।

শাব্দিক অর্থে মুতাযিলাদের দলত্যাগী বলা হয়। এই অর্থটি একডট ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। একদিন এক ব্যক্তি ঐসময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদইমাম হাসান আল-বসরীর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন যে, কেউ যদি কবিরাহ গুণাহ করে তাহলে সে মুসলমানথাকবে, না অমুসলমান হয়ে যাবে? তখনইমাম চুপ করে থাকলেন এবং জবাবে কিছুই বললেন না। ইতঃবসরে ইমামের একজন যোগ্য শিষ্য ওয়াসিল বিন আতা এগিয়ে আসলেন এবং বললেন উক্ত ব্যক্তি মুসলমানও নয়, অমুসলমানও নয় - এ দু'য়ের মাঝামাঝি স্থানে তার অবস্থান। কিন্তু ইমাম তাঁর এই অভিমত গ্রহণ না করে প্রত্যাখান করলেন। তখন ওয়াসিল বিন আতা ইমামের দল ত্যাগ করে মসজিদের এক কোণে বসে

স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রচার করা শুরু করেন।এসময় সতীর্থদের একডট দল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন ইমাম বলেন যে, 'ইতাজালা আন্না' অর্থাৎ সে আমাদের দল ত্যাগ করেছে। ইমামের এই মন্তব্যের পর থেকে মূলত মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব। প্রাথমিক দিকে এই ঘটনার ভিত্তি সম্পর্কেকিছুচিন্তাবিদ একমত হলেও আধুনিক অনেক লেখক ও চিন্তাবিদএ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন বা ভিন্নমত পোষণ করেন।

অধ্যাপক ন্যালিনোর মতে, খারিজীরা মনে করেন যে, কবিরাহ গুণাহ করলে একজন মুসলমান কাফের হয়ে যায়। আবার মুরযিয়ারা মনে করেন কবিরাহ গুণাহ করলে একজন মুসলমান কাফের হয় না। মুতাযিলারা এই দু'চরম অবস্থার মাঝামাঝি মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেন; সেজন্যই তারা মুতাযিলা।

মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠী প্রায় তিনশত বছর বুদ্ধিবাদী মানুষের ওপর কর্তৃত্ব বজায়রাখেন। অনেক নামকরা বুদ্ধিজীবী, ধর্মতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, গণিতবিদ, পদার্থবিদ এই গোষ্ঠীতে বহুদিন বহাল থেকেছেন । কিছু রাজন্যবর্গও এই গোষ্ঠীর সরাসরি অবলম্বনকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ, আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর, আল-হাদি, আল-মামুন প্রমুখ।

মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় বসরা থেকে। পরবর্তীতে বাগদাদেও সমান্তরালভাবে এই চিন্তাগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। বসরাভিত্তিক নামকরা মুতাযিলাচিন্তাবিদছিলেন ওয়াসিল বিন আতা, আমর বিন ওবায়েদ, মুয়াম্মার বিন আব্বাদ, আবু হুদায়েল আল্লাফ, আন-নাজ্জাম, আহমাদ বিন হায়ি'ত, আল-জাহিজ, আশ-শাহাম প্রমুখ। অন্যদিকে বাগদাদভিত্তিকমুতাযিলাচিন্তাবিদছিলেন বিশ্‌র বিন মুতামির, আল-মুরদার, থুমামা, আল-ইশকাফী, জাফর বিন মুবাশ্‌শির প্রমুখ।

মুতাযিলারা কখনও জনগণের ভাল সমর্থন পাননি, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তির সমর্থন পেয়েছিলেন। উমাইয়া শাসনামলের শেষভাগে মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠী শক্তিশালী চিন্তাগোষ্ঠীতে রূপ নেয়। ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর পিতা ওয়ালিদকে বন্দি ও হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুতাযিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে দেন। এই পৃষ্টপোষকতায় মুতাযিলারা অনেক বেশী শক্তি ও খ্যাতি অর্জন করেন । পরে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে তাঁরা শরীক হন এবং মুতাযিলা মত প্রচার ও প্রসারে অনুকূল পরিবেশবজায় রাখেন। তবে খলিফা হারুন-অর-রশীদ মুতাযিলা মতবাদের সমর্থন করেননি।তিনি বারমাকীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন যার মাধ্যমে মুতাযিলা মতবাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এর পরে খলিফা আল-মামুনের সময়ে বলতে গেলে মুতাযিলামতবাদ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রচার পায়। যদিও গোঁড়াপন্থী মুসলমানরা মুতাযিলাদের সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা বিভিন্নসময়ে তর্ক ও হিংস্রক ঘটনায় অবতীর্ণ হতে থাকেন ।

খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর মুতাসিম ও ওয়াসিক মুতাযিলাদের স্বার্থে কাজ করেন । কিন্তু ওয়াসিকের মৃত্যুর পর মুতাযিলারা গোঁড়াপন্থীদের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। ফলে আশারীয়া চিন্তাগোষ্ঠীর উত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই সময়ে ধীরে ধীরে মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অবলুপ্তির দিকে ধাবিত হয়।

২. মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর উৎস

কখনও কখনও এটা মনে করা হয় যে, মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠী গ্রীক দর্শনের প্রভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে। কিন্তু এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এমনও কি পাশ্চাত্যের অনেক লেখকও মনে করেন যে, মুতাযিলামতবাদ বাইরের কোন প্রভাব ছাড়াই ইসলাম থেকে সরাসরি উৎপত্তি লাভ

করেছে। তবে পরবর্তীকালে কিছু মুতাযিলাচিন্তাবিদ গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এটা ঠিক। ভন্ ক্রেমার এবং ও'লিয়ারী মনে করেন যে, মুতাযিলাদের উদ্ভব ও বিকাশে গ্রীক দর্শনের প্রভাব রয়েছে। কারণ মুতাযিলা মতবাদ উৎপত্তির আগেই গ্রীক দর্শনের অনেক বিষয় মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু এই যুক্তির পেছনে কোন জোরালো প্রমাণ নেই। এই বিষয়ে অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "Mu'tazilaism was founded by the last part of the first century A. H. and it was substantially developed during the Umaiyad period. It is a well-known fact that Greek Philosophy was not known to the Muslims during Umaiyad period"। আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের আমলে প্রথম গ্রীক দর্শনআরবীতে অনূদিত হয়। কিন্তু সে অনূদিত বিষয়গুলো তেমন বোধগম্য ছিল না। সে কারণে বিষয়টি খলিফা মামুনের আমলে পরিষ্কার হয় অর্থাৎ বোধগম্য পর্যায়ের অনুবাদ কাজ এই সময়ে হয়। এটাই প্রকৃত ইতিহাস।

অন্যদিকে যদি আমরা ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বিষয়টি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, বৈদেশিক কোন প্রভাব তখন ইসলামে প্রয়োজনছিল না। মুতাযিলামতবাদের উৎপত্তির পেছনে ছিলকোরআন। তবে একথা ঠিক যে, পরবর্তীকালে বিশেষ করে আব্বাসীয় শাসনামলের শেষদিকে অনেক মুতাযিলা চিন্তাবিদ গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেভাবে মতবাদ প্রচার করে। এই সময়ের চিন্তাধারাই পরবর্তীকালের মুসলিম দর্শনের দার্শনিকদের উৎপত্তি ঘটায়। উপসংহারে অধ্যাপক হাই বলেন, "We may conclude that Mu'tazilaism originated and developed in Islam without any foreign influence, but some later Mu'tazilas drew materials from Greek Philosophy for some of their theories"।

৩. প্রখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ এবং তাঁদের মতবাদ

মুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর সব চিন্তাবিদ একই রকম মতবাদ গ্রহণ বা প্রচার করেনি। তাঁদের নিজেদের মধ্যেও বিভিন্ন রকমের বিভেদ ছিল। যেমন আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল। যাহোক, এখানে কয়েকজন প্রখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. ওয়াসিল বিন আতা

মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াসিল বিন আতা। তিনি ৬৯৯ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯৪ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন। তিনিইমাম হাসান আল বসরীর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন। কবিরাহ গুণাহ করলে মুসলমান থাকা যায় কি-না এই দ্বন্দ্বের সমাধান দিতে গিয়ে তিনি ইমামের দলত্যাগ করে মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর জন্ম দেন। তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ তাঁর সিফাতের এক অস্পষ্ট ঐক্য। কোরআনের নিত্যতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। অদৃষ্টবাদ গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি মত দেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি কাদারিয়া গোষ্ঠীর উত্তরসূরি। মানুষ তার কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অর্থাৎ দায়িত্বহীন কর্মের স্বাধীনতা এক অর্থে আত্মবিরোধিতা। অধ্যাপক হাই বলেন, "God does not act arbitrarily in disregard of justice. So, man can not be punished for actions beyond. Right or wrong do not depend on the will of God, but have an objective nature of their own"।

খ. আব্দুল হুদায়েল মোহাম্মদ আল-আল্লাফ

হুদায়েল বসরায় ৭৪৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৪০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াসিল বিন আতার শিষ্য ওসমান বিন খালিদের নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে হুদায়েল মুতাযিলা মতবাদকে শক্ত ভিত্তিকওপর দাঁড় করান। তিনিই প্রথমে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে যে সম্পর্ক ও প্রভাব আছে সেটা স্বীকার করেন

এবং এ সম্পর্কিত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মুতাযিলা মতবাদেরওপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বই রচনা করেন যার সবই প্রায় বিলুপ্ত। তিনিখলিফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সভার সভাপতি ছিলেন এবং সভায় বক্তৃতা দিতেন। তিনি মনে করতেন যে, আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তা ব্যক্ত করার ভঙ্গিমামাত্র। তাঁর গুণাবলী অনন্ত কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলো তাঁর সত্তাভিত্তিক। মানুষের ইহজগতে ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু পরজগতে তাঁর কোন স্বাধীনতা থাকবে না। সেখানে সবই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হবে।

গ. ইব্রাহিম বিন সাইয়ার আন-নাজ্জাম

আন-নাজ্জাম বসরায় ৮০৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন ৮৪৫ খ্রি.। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ ভাল ছাড়া খারাপ কিছু তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য করতে পারেন না। এটা তাঁর প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতি বিরোধী কিছু কাজ তিনি করতে পারেন না। অধ্যাপক হাই বলেন, "He does only what he knows to be best for his creation. God does not will in the sense we will, which implies a want. His will is only a power to unfold without being constrained by anything outside. But his will is determined by his own nature"।

ঘ. বিশর বিন মুতামির

মুতামির বিশেষভাবে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলোচনা করেন। কোন কাজের নৈতিক মূল্য সেই বিশেষ বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমগ্র কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে নয়। জগতের অশুভ বিষয়াদির জন্য মানুষেরইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য দায়ী, আল্লাহ দায়ী নন।

ঙ. মোয়াম্মার আব্বাস আন-সোলাইমী

মোয়াম্মার আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করেন; তিনি বহুত্বের ঊর্ধ্বে। সেজন্য আল্লাহর গুণাবলীকে তিনি নেতিনাহক বলে অভিহিত করেন।

এভাবে বহুসংখ্যক মুতাযিলা চিন্তাবিদ স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের মতবাদপ্রচার করেন। মুতাযিলাচিন্তাবিদরা অনেকটা রাজকীয় ক্ষমতার ছত্রছায়ায় তাঁদের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ যখন আর থাকল না তখন তাঁদের ক্ষমতা এবং প্রচারশক্তি কমে যেতে থাকে। যতদূর জানা যায়, খলিফা আল-মামুনের শাসনামলে মুতাযিলাদের শক্তি অনেক বেশী বেড়ে যায়, কারণ খলিফা তাঁদের অকৃপণ সাহায্য করতেন। মামুনের মৃত্যুর পর মুতাসিম এবং ওয়াসিক মুতাযিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু ওয়াসিকের মৃত্যুর পর মুতাযিলারা রাজ-অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয় এবং ক্ষয়িষ্ণুচিন্তাগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে আশারীয়ামতবাদ এবং সুফীবাদ অত্যন্ত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেজন্য ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে মুতাযিলারা ধাবিত হয়।

সার-সংক্ষেপ

মুতাযিলারা মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। তাঁরা পরকালের বিচার সংক্রান্ত একডট বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে না পেরে গুরুর দল ত্যাগ করেন এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রচার করতে থাকেন। সে কারণে তাঁদেরকে মুতাযিলা অর্থাৎ দলত্যাগী বলা হয়। মুতাযিলারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এবং মুমিন ও কাফিরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেন। তাঁরা প্রায় তিনশত বৎসর বুদ্ধিবাদী মানুষেরওপর কর্তৃত্ব করেন। বসরা এবং বাগদাদে অনেকটা সমান্তরালভাবেই মুতাযিলাদের উদ্ভব হয়। ওয়াসিল বিন আতা এই চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। আর এই মতের প্রধান ধ্বজাধারীরা ছিলেন ঃ আমর, মুয়াম্মার, হুদায়েল, নাজ্জাম, মুতামির প্রমুখ। উমাইয়া

এবং আব্বাসীয় শাসকরা **মুতাযিলাদের** পৃষ্ঠপোষকতা **করেন** । **খলিফা** মামুনের পরে তাঁদের সমর্থন কমতে **থাকে** এবং **সময়ের** দাবীতে বিলুপ্ত হয়।

অনুশীলনী ঃমুতাযিলা চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব এবং প**অনেক** দার্শনিক ভিত্তি **আলোচনাকরুন।**

এই পাঠেরমূল শব্দসমূহ

উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী হাসান আল বসরী দলত্যাগ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের
মাঝামাঝি ওয়াসিল বিন আতা বুদ্ধিবাদী বসরা গ্রীক **দর্শন** বহুত্ব
বাগদাদ আব্বাসীয় শাসনামল গুণাবলী

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। ওয়াসিল বিন আতা হাসান বসরীর শিষ্য **ছিলেন** না। **সত্য/মিথ্যা**
২। **মুতাযিলারা** দলত্যাগী **ছিল**। **সত্য/মিথ্যা**
৩। **মুতাযিলারা** আনুমানিক **তিনশত** বৎসর টিকে **ছিল**। **সত্য/মিথ্যা**
৪। সাধারণ **মুসলমানরা মুতাযিলাদের** সমর্থন **করতো**। **সত্য/মিথ্যা**

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিম্নের **কোন্** শাসকগোষ্ঠী **মুতাযিলাদের** পৃষ্ঠপোষকতা করেলিলেন।
ক) উমাইয়ারা খ) আব্বাসীয়রা
গ) উভয়েই ঘ)**কোনটিই** নয়

২। নিম্নের **কোন্** শাসক **মুতাযিলাদের সরাসরি** সহযোগিতা **করেন**
ক) হারুন-অর-রশীদ খ) আল-মামুন
গ)মুতাসিম ঘ) আল-মনসুর

৩। **মুতাযিলারা** জ্ঞানের **কোন্ উৎসটি** গ্রহণ **করেন**
ক)স্বজ্ঞা খ) অভিজ্ঞতা
ঘ)প্রজ্ঞা গ)**কোনটিই** নয়

৪। **মুতাযিলাদেরমধ্যে** মতভেদ **ছিল**
ক)হ্যাঁ খ) না
খ)**কোনটিই** নয় গ)**বলা** কঠিন

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। **'মুতাযিলা'** শব্দের অর্থ কী ?
২। দু'জন প্রখ্যাত **মুতাযিলাচিন্তাবিদের দর্শনআলোচনাকরুন।**

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। **মুতাযিলাদের** উত্থান ও ঐতিহাসিক জরিপ **সম্পর্কেব্যাখ্যা** দিন।
২। **মুতাযিলাচিন্তাধারার উৎসগুলো** বর্ণনা **করুন।**

উত্তরমালা

অ. ১। **মিথ্যা**	২। **সত্য**	৩। **সত্য**	৪। **মিথ্যা**
আ. ১। গ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক

পাঠ - ২

মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠী র মৌলিকমতবাদ ও তত্ত্ব
(Main Doctrines and Theories of Mu'tazilites)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর মতবাদসম্পর্কেব্যাখ্যাকরতেপারবেন ।
- মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর তত্ত্ব সম্পর্কে লিখতে পারবেন ।

ভূমিকা
কাদারিয়াচিন্তাগোষ্ঠীর স্বাধীন চিন্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুতাযিলারা তাঁদের মতবাদ গড়ে তোলেন। আল্লাহর একত্ব এবং আল্লাহর আদল ছিল তাঁদের মতবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুতাযিলারামূলইসলামের বাণীর সঙ্গে তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রয়োগ করেন। মুতাযিলারা মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে আরও দু'টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কিত তত্ত্বগুলো হলো ঐশী গুণাবলী, কোরআনের নিত্যতা এবং আল্লাহরদর্শন। আল্লাহর আদল সম্পর্কিত তত্ত্ব দু'টি হলো মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং অনিষ্টের প্রকৃতি। দু'টি তত্ত্ব পরবর্তীকালে মুতাযিলারা আলোচনা করেন, সেগুলো হলো জগতের সৃজন এবং বস্তুর প্রকৃতি।

১. মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর মতবাদ
মুতাযিলারা মোট দু'টি মতবাদ (doctrines) নিয়ে আলোচনা করেছেন। মতবাদ দু'টি হলোঃ
ক)আল্লাহর একত্ববাদ বা ঐক্য সম্পর্কীয় মতবাদ
খ)আল্লাহর আদল বা বিচার সম্পর্কীয় মতবাদ

প্রথমমতবাদকে আবারতিনটি তত্ত্বে (theories) বিভক্ত করা যায়। যেমন -
১। ঐশী গুণাবলী বা আল্লাহর সিফাত
২। কোরআনের সৃজন
৩। আল্লাহরদর্শন

আবার দ্বিতীয় মতবাদকে দু'টি প্রধান তত্ত্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন -
১। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা
২। অনিষ্টের প্রকৃতি

এই তত্ত্বগুলোর সঙ্গে মুতাযিলারা পরবর্তীতে আরো দু'টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেগুলো হলোঃ
১। জগতের সৃজন ও
২। বস্তুর প্রকৃতি

আল্লাহর একত্ববাদ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছিল মুতাযিলাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আল্লাহর একত্ব বলতে আল্লাহর এক ও অদ্বিতীয় সত্তাকে বুঝায়। তাঁর সত্তার সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনকিছু নেই। সাধারণ গোঁড়ামুসলমানরাও এ বিষয়ে সচেতন; অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে জানে। কিন্তু মুতাযিলাদের জানার মধ্যে একটু ভিন্নতা রয়েছে। এই একত্বের

ধারণাকে তাঁরা বিমূর্ত বিষয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে দর্শনের উপজীব্য করে তুলেছিলেন। তাঁদের মতে, খোদার একত্বের মধ্যে তাঁর গুণাবলী সন্নিবেশিত ; অর্থাৎ তাঁর গুণাবলী তাঁর সত্তাভিত্তিক। কোরআনচিরন্তন এবং আল্লাহকে মানুষ শেষ বিচারের দিনে চাক্ষুষ দেখতে পাবে না।

অন্যদিকে আল্লাহর বিচার বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ ন্যায়বিচারক। সেজন্য মানুষ তাঁর কর্মে স্বাধীন। সেই সাথে আল্লাহ যা করেন তা মানুষের কল্যাণের জন্যই করে থাকেন। কখনও তিনি অনিষ্ট বা খারাপ কিছু মানুষের জন্য করেন না।

২. মুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর তত্ত্বসমূহ

আল্লাহর ঐক্য ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত তত্ত্বগুলো এখানে আলোচনা করা হবে। তত্ত্বগুলো হলো ঃ

১। ঐশী গুণাবলী বা আল্লাহর সিফাত

২। কোরআনের সৃজন

৩। আল্লাহর দর্শন

৪। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা

৫। অনিষ্টের প্রকৃতি

৬। জগতের সৃজন ও

৭। বস্তুর প্রকৃতি

১। ঐশী গুণাবলী বা আল্লাহর সিফাত

ইসলামধর্মের মৌলিক ধারণা আল্লাহর একত্বের ওপরদাঁড়িয়ে আছে। তথাপি কোরআন এবং হাদীসে আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর নামের ব্যাখ্যারয়েছে। গোঁড়া মুসলিমরা আল্লাহর সত্তা এবং গুণাবলীর মধ্যেকোন বিরোধ অবলোকন করেন না। কিন্তু মুতাযিলারা এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন । তাঁদের মতে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং চিরন্তন। সেজন্য তাঁর সাথেকোন গুণাবলী সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ এই গুণাবলী যদি চিরন্তন না হয়ে পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে আল্লাহচিরন্তন সত্তা হিসেবে আর দাঁড়াতে পারে না। সেজন্য মুতাযিলারাআল্লাহর সত্তার বাইরে কোন গুণাগুণ স্বীকার করেন না ; বরং আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তাভিত্তিক বলে মত পোষণ করেন ।

২। কোরআনের সৃজন

পবিত্রকোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী যা রাসূল (সাঃ)-এর ওপর অবতীর্ণহয়েছে। কোরআনচিরন্তন বলেই গোঁড়ামুসলমানরা মনে করেন । কিন্তু মুতাযিলারা এর বিপরীতে মতামত দিয়ে বলতে চান যে, কোরআনচিরন্তন নয়, আল্লাহরসৃষ্টি। কারণকোরআনচিরন্তন হলে আল্লাহর সত্তার সমান্তরালে আর একডটচিরন্তন সত্তা মেনে নিতে হয়। এটা শির্ক-এর নামান্তর। অর্থাৎ কোরআনের নিত্যতা আল্লাহর একত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে। মুতাযিলাচিন্তাবিদরা তাঁদের মতের সমর্থনে কোরআনেরনিম্নোক্তআয়াত উপস্থাপন করেন :

'নিশ্চয় এই কোরআন বিশ্বপতির নিকট হতেই অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ। সত্যপরায়ণ ও বিশ্বস্ত ফেরেশতাজিবরাঈল (আঃ) এই বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলআপনার হৃদয় অন্দরে, যেন আপনি লোকজনকে সতর্ক করে দিতে পারেন।' (২৬ঃ১৯২-১৯৪)

৩। আল্লাহরদর্শন

গোঁড়ামুসলমান এবং সব মুসলিমচিন্তাগোষ্ঠী বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহরদর্শন একান্ত কাম্য এবং সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর এই দর্শনের স্বরূপ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মুতাযিলারা মনে করেন যে, কোনভাবেই আল্লাহর চাক্ষুষ দর্শন সম্ভব নয়, যেহেতু আল্লাহ দেশ-কালের উর্ধ্বে। পুণ্যাত্মাগণ বেহেশতে আল্লাহর দেখা পাবে বলে যে কথিত আছে, মুতাযিলারা সে দেখাকে রূপকার্থে সত্যবলে মনে করেন।

কারণআল্লাহর জৈবিক দর্শন অসম্ভব। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতব্যবহারকরেন :

'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।' (৭ঃ১৪৩)

'কারও দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না এবং তিনি সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে থাকেন এবং তিনিঅতীব সূক্ষ্মদর্শী-সর্বজ্ঞ।' (৬ঃ১০৪)

৪। মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা

আমরা আগেই দেখেছি যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রথম সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন কাদারিয়াগণ। তাঁদের আলোচনার সূত্র ধরেমুতাযিলারামানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন । মানুষেরকর্মের স্বাধীনতা না থাকলে তার কৃতকার্যের বিচার পরকালে সম্ভব নয়। তাঁরা আরও মনে করেন যে, মানুষ তার কাজেরসম্পূর্ণ নিয়ামক। সেজন্য তার কাজের ভাল-মন্দেরফলাফল কি হবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তিমানুষ পাবে। আল্লাহমানুষের কর্ম নির্বাচনকরেন না বা তিনি কর্তাও নন। সেজন্য তিনি ন্যায় বিচারক। কারণআল্লাহ যদি কর্ম নির্বাচনকরেন এবং সে কর্মফলের জন্য আবার মানুষকেপুরস্কার ও শাস্তি দেন তাহলে তিনি স্বেচ্ছাচার ও অন্যায় বিচারক বলে প্রতিপাদিত হন। কিন্তু আল্লাহরপ্রকৃতির সঙ্গে এই ধারণা আত্মবিরোধী। সুতরাং মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং কর্ম নির্বাচনের জন্য পছন্দের স্বাধীনতারয়েছে। মুতাযিলারা তাঁদের মতের পক্ষে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করেন :

'আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর জুলুম করেন না।' (২২ঃ১০)

'নিশ্চয় আল্লাহকোনমানুষেরওপর জুলুম করেন না, বরং মানুষ তার নিজের ওপর জুলুম করে থাকে।' (১০ঃ৪৪)

'অনন্তর যে ব্যক্তি পরমাণু-পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে পরমাণু-পরিমাণ দুষ্কর্ম করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে।' (৯৯ঃ৭-৮)

৫। অনিষ্টের প্রকৃতি

আল্লাহ ন্যায় বিচারের আধারণ সেজন্য কোনো অনিষ্টের কারণআল্লাহ হতে পারেন না। তাহলে জগতে দৃশ্যমান অনিষ্টের কারণ কী? কোনকোনমুতাযিলাচিন্তাবিদ এ ধরনের অনিষ্টের কথা অস্বীকার করেন। আবারঅনেকে মনে করেন যে এই অনিষ্টের জন্য একমাত্রমানুষই দায়ী। সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "According to the earlier Mu'tazilas the presence of evil and mischief in this world does not indicate the negation of Divine righteousness, rather everything that occurs in the world is for the good of the creatures"। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। ইচ্ছা করলেই তিনি যে কোনকিছুকরতেপারেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতির বিপরীত তিনি এমন কিছুকরেন না। সুতরাং অনিষ্টের জন্য মানুষ দায়ী। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তাঁরা তাঁদের সমর্থনে ব্যবহারকরেন :

'তোমার কপালে যা কিছু ভাল জোটে তা আল্লাহর তরফ হতে আসে - আর যা কিছু মন্দ জোটে তা তোমার নিজের তরফ হতে আসে।' (৪ঃ৭৯)

৬। জগতের সৃজন

গ্রীক দর্শনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পরবর্তী মুতাযিলাগণ জগতেরসৃষ্টিসম্পর্কেমতামত প্রকাশ করেন। কোরআন অনুসারে আল্লাহএকডট বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টিকরেন। কিন্তু গ্রীক দর্শন অনুসারে জগৎ চিরন্তন। মুতাযিলারা এই দু'মতের মাঝামাঝি 'জগৎ চিরন্তন ও সৃষ্ট' এই মত পোষণ করেন। অর্থাৎ জগৎ অনন্তকাল ধরেআল্লাহরচিন্তায় ছিল। পরে তিনি জগতকে বাস্তবে রূপ দেন একডট বিশেষ মুহূর্তে। সেজন্য জগৎ চিরন্তন ও সৃষ্ট উভয়ই।

৭। বস্তুর প্রকৃতি

মুতাযিলারা মনে করেন যে, বস্তুর কোন বাস্তব জ্ঞান নেই। বস্তু শুধু ধারণাবিশেষ। অর্থাৎ অস্তিত্বশীলতা বস্তুর অপরিহার্য গুণ নয়। অধ্যাপক হাই বলেন, "To a thing existence is only a quality, which can be or can not be in the thing. It is not the essence of a thing. It is only a quality added to the sense"। অর্থাৎ বস্তু বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে; এটি একটি গুণমাত্র।

সার-সংক্ষেপ

মুতাযিলারামুসলিম দর্শনে বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পবিত্রকোরআনের প্রজ্ঞান্বিত ব্যাখ্যা দেওয়াই ছিল তাঁদের মতবাদেরমূল লক্ষ্য। তাঁরা নিজেদেরকে 'আল্লাহর একত্ব ও ন্যায় বিচারের' রক্ষক হিসেবে দাবী করতেন। এজন্য তাঁরা মোট পাঁচটি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এগুলো হলোঃ ঐশী গুণাবলী, কোরআনেরসৃজন, আল্লাহরদর্শন, মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা এবং অনিষ্টের প্রকৃতি। তাঁদের মতে, আল্লাহর গুণাগুণ তাঁর সত্তাভিত্তিক, কোরআন সৃষ্ট, আল্লাহর চাক্ষুষ দর্শন অসম্ভব, মানুষেরকর্মের স্বাধীনতা আছে এবং অনিষ্টের জন্য মানুষ দায়ী। এখানে প্রত্যেকটি মতবাদের পক্ষে তাঁদের জোরালো যুক্তি আছে।

অনুশীলনী ঃমুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর তত্ত্বসমূহের দার্শনিক ভিত্তি কী?তা আলোচনাকরুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

আল্লাহর একত্ব আল্লাহরদর্শন ন্যায় বিচারক আল্লাহর আদল ইচ্ছার স্বাধীনতা রূপকার্থ ঐশী গুণাবলী অনিষ্টের প্রকৃতি প্রত্যাদেশ চাক্ষুষ-দর্শন কোরআনের নিত্যতা জগতের সৃজন

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. **সত্য ও মিথ্যা**

১। মুতাযিলারাআল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কেকিছু বলেননি। সত্য/মিথ্যা
২। মুতাযিলারা মনে করেন যে, কোরআনচিরন্তন। সত্য/মিথ্যা
৩। মুতাযিলাদেরমতবাদ যুক্তিপূর্ণ নয়। সত্য/মিথ্যা
৪। মুতাযিলাদেরমতেমানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুতাযিলাদেরমতবাদগুলোকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা যায়
ক)পাঁচভাগে খ)তিনভাগে
গ)চারভাগে ঘ) দু' ভাগে

২। ঐশী গুণাবলী সম্পর্কিত মুতাযিলাদের তত্ত্ব কোন্ বিষয় সংক্রান্ত
ক)আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ত খ)আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত
গ)কোরআন সৃজন প্রসঙ্গে ঘ) ভাল-মন্দ সংক্রান্ত

৩। মুতাযিলাদের মতানুসারে পরকালে পুণ্যবানরাআল্লাহকে কীভাবে দেখতে পাবেন
ক) চাক্ষুষভাবে খ) জৈবিকভাবে
গ)রূপকভাবে ঘ) স্বপ্নের মাধ্যমে

৪। মুতাযিলারাইচ্ছার স্বাধীনতা সংক্রান্ত মতবাদ কেন দিয়েছিলেন
ক)আল্লাহ যে ন্যায় বিচারক, সেটা প্রমাণ করার জন্য
খ)কাদারিয়াদের সমর্থন করার জন্য
গ)ইচ্ছার স্বাধীনতার যৌক্তিক ব্যাখ্যাদেওয়ার জন্য
ঘ)জাবারিয়াদের বিরোধিতা করার জন্য

ই. **সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন**

১। মুতাযিলাদেরইচ্ছার স্বাধীনতা সংক্রান্ত মতটির সংক্ষিপ্তব্যাখ্যা দিন।
২। আল্লাহরদর্শনসম্পর্কেমুতাযিলারা কী বলতে চায়?সংক্ষেপে লিখুন।

ঈ. **রচনামূলক প্রশ্ন**

১। আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কিত মুতাযিলাদেরমত বিস্তারিত ব্যাখ্যাকরুন।
২। আল্লাহর ন্যায়বিচার সম্পর্কিত মুতাযিলাদেরমতবাদব্যাখ্যাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। মিথ্যা
আ. ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ - ৩

ঐক্য ও ন্যায় বিচারের সমর্থক
(The People of Unity and Justice)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ঐক্য ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত সাধারণআলোচনাসম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ঐক্য ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মুতাযিলারা তাঁদের মতবাদ ও তত্ত্বের জন্য ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। আল্লাহর একত্ব ও আদল সম্পর্কিত তত্ত্বের জন্য তাঁরা নিজেদের 'আহলুত তওহীদ ওয়াল আদল' বা 'আল্লাহর একত্ব ও ন্যায় বিচারের' সমর্থক বলে পরিচয় দিতেন। এই লক্ষ্যে তাঁরা কয়েকটি মূলনীতির কথা বলেন। সেগুলো হলো ঃ আল্লাহর একত্ব, আল্লাহরবিচার, পুরস্কারের মধ্যবর্তী অবস্থা এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন। আল্লাহর একত্ব এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এই মূলনীতিগুলো ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। কারণ এই মূলনীতির মধ্যেমুতাযিলাদেরচিন্তাভাবনা সীমাবদ্ধ ছিল।

১. মুতাযিলাদের ঐক্য ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আলোচনা

মুতাযিলাচিন্তাবিদরা তাঁদের মতবাদ ও তত্ত্বের প্রেক্ষিতে নিজেদের 'আহলুত তওহীদ ওয়াল আদল' বলে পরিচয় দিতেন। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর একত্ব ও ন্যায় বিচারের সমর্থক। তাঁদের মতবাদের বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে আছে আল্লাহর একত্ব বা ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। একই সাথেআল্লাহর ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠাও ছিল তাঁদের মতবাদের লক্ষ্য। আল্লাহর স্বরূপ থেকে সর্বপ্রকার পৌত্তলিকতা দ রীভূত করে এবং স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই মুতাযিলাচিন্তাবিদদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা আপোষহীনভাবে সংগ্রামে লিপ্ত। এর ফলে তাঁরা সব সময় গোড়াঁপন্থীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ তাঁরা মুতাযিলাদেরদৃষ্টিভঙ্গিকে এবং তাঁদের কার্যক্রমকে উপলব্ধি করতেপারেননি। মুতাযিলাদেরমূল কাজ ছিলকোরআনের যুক্তিনিষ্ঠ বা বিচারধর্মী ব্যাখ্যা দেওয়া।

এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মুতাযিলারা কয়েকটি মূলনীতির কথা বলেন। এই মূলনীতিগুলো হলো : (১) আল্লাহর একত্ব (২) আল্লাহরবিচার (৩) পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ও শাস্তির ভীতি (৪) বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থা এবং (৫) ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১। আল্লাহর একত্ব

আল্লাহর একত্ব বলতে আল্লাহর এক ও অদ্বিতীয় সত্তাকে বুঝায়। সেজন্য এখানেচিরন্তন অন্য কোন সত্তাকে গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর যে গুণাবলী রয়েছে সেগুলোকেও মুতাযিলারা তাঁর সত্তাভিত্তিকবলে মনে করেন। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার বাইরে কোন গুণ নেই।

২। আল্লাহর বিচার

আল্লাহরবিচার বলতে আল্লাহর স্বরূপভিত্তিক ন্যায় বিচারকে বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ ন্যায় বিচারক। মানুষের কৃতকর্মেরফলাফলতিনি সুচারুরূপে এবং সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে দিবেন। সেজন্য আল্লাহমানুষের জন্য শুধু কল্যাণ করে থাকেন, অন্যায় বা মন্দ কোনকিছুতিনি বান্দার জন্য করেন না।

৩। পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ও শাস্তির ভীতি

আল্লাহ ইহজগতে এবং পরজগতে মানুষের কৃতকর্মের ফল প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেজন্য তিনি পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করবেন এবং পাপীদের শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন না

বিধায় কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি খাস করুণা প্রদর্শনকরেন না।

৪। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থা

কবিরাহ গুণাহগাররা এই অবস্থার স্বীকার হবে। অর্থাৎ তাঁরা মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবেন । কারণ, তাঁরা বিশ্বাসী হওয়ার সম্মান পেতে পারেন না। আবারসম্পূর্ণ অমুসলিমও নন তাঁরা।

৫। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন

বিশ্বাসের সঙ্গেসৎ কাজও করতে হবে এবংসামাজিক বিচারে একজন পূর্ণাঙ্গ ন্যায় বিচারক হতে হবে। সেজন্য অন্যায় পরিহার করে চলতে হবে।

২. মুতাযিলাদের ঐক্য ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ

ঐক্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলোমুতাযিলাচিন্তাবিদদের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য তাঁরা মূলত দু'টি মতবাদ এবং পাঁচটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন । মতবাদ দু'টি হলো ঃ

১। আল্লাহর একত্ব বা তওহীদ সম্পর্কীয় মতবাদ

২। আল্লাহর আদল বা ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় মতবাদ

এই দু'টি মতবাদেরওপর ভিত্তি করে মুতাযিলারা মোট পাঁচটি তত্ত্বের অবতরণা করেন । আল্লাহর একত্ব বা তওহীদ সম্পর্কীয় মতবাদেরমধ্যে মোট তিনটি তত্ত্ব রয়েছে ঃ

ক)আল্লাহর সিফাত বা ঐশী গুণাবলী

খ)কোরআনের সৃজন ও

গ)আল্লাহরদর্শন

আবার, আল্লাহর আদল বা ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় মতবাদেরমধ্যে মোট দু'টি তত্ত্ব রয়েছে ঃ

ক)মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা ও

খ) অনিষ্টের প্রকৃতি

নিম্নে এগুলোর বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো :

১। ঐশী গুণাবলী বা আল্লাহর সিফাত

ইসলামধর্মের মৌলিক ধারণা আল্লাহর একত্বের ওপরদাঁড়িয়ে আছে। তথাপি কোরআন এবং হাদীসেআল□াহরঅনেকগুলো সুন্দর নামের ব্যাখ্যারয়েছে। গোঁড়া মুসলিমরা আল্লাহর সত্তা এবং গুণাবলীর মধ্যেকোন বিরোধ অবলোকন করেন না। কিন্তু মুতাযিলারা এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন । তাঁদের মতে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং চিরন্তন। সেজন্য তাঁর সাথেকোন গুণাবলী সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ এই গুণাবলী যদি চিরন্তন না হয়ে পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে আল্লাহচিরন্তন সত্তা হিসেবে আর দাঁড়াতে পারে না। সেজন্য মুতাযিলারাআল্লাহর সত্তার বাইরে কোন গুণাগুণ স্বীকার করেন না ; বরং আল্লাহর গুণাবলী তার সত্তাভিত্তিক বলে মত পোষণ করেন ।

২। কোরআনের সৃজন

পবিত্রকোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী যা রাসূল (সাঃ)-এর ওপরঅবতীর্ণহয়েছে। কোরআনচিরন্তন বলেই গোঁড়ামুসলমানরা মনে করেন । কিন্তু মুতাযিলারা এর বিপরীতে মতামত দিয়ে বলতে চান যে, কোরআনচিরন্তন নয়, আল্লাহরসৃষ্টি। কারণকোরআনচিরন্তন হলে আল্লাহর সত্তার সমান্তরালে আর একডটচিরন্তন সত্তা মেনে নিতে হয়। এটা শির্ক-এর নামান্তর। অর্থাৎ কোরআনের নিত্যতা আল্লাহর একত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে। মুতাযিলাচিন্তাবিদরা তাঁদের মতের সমর্থনে কোরআনের এই আয়াতটি উপস্থাপন করে ঃ

'নিশ্চয় এই কোরআন বিশ্বপতির নিকট হতেই অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ। সত্যপরায়ণ ও বিশ্বস্ত ফেরেশতাজিবরাঈল (আঃ) এই বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলআপনার হৃদয় অন্দরে, যেন আপনি লোকজনকে সতর্ক করে দিতে পারেন।' (২৬ঃ১৯২-১৯৪)

৩। আল্লাহরদর্শন

গোঁড়ামুসলমান এবং সব মুসলিমচিন্তাগোষ্ঠী বিশ্বাস করেন যে আল্লাহরদর্শন একান্ত কাম্য এবং সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর এই দর্শনের স্বরূপ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মুতাযিলারা মনে করেন যে, কোনভাবেই আল্লাহর চাক্ষুষ দর্শন সম্ভব নয়, যেহেতু আল্লাহ দেশ-কালের ঊর্ধ্বে। পুণ্যাত্মাগণ বেহেশতে আল্লাহর দেখা পাবে বলে যে কথিত আছে, মুতাযিলারামনে করেন যে, সে দেখা রূপকার্থে সত্য। কারণআল্লাহর জৈবিক দর্শন অসম্ভব। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতব্যবহারকরেন :

'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।' (৭ঃ১৪৩)

'কারও দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না এবং তিনি সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে থাকেন এবং তিনিঅতীব সূক্ষ্মদর্শী-সর্বজ্ঞ।' (৬ঃ১০৪)

৪। মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা

আমরা আগেই দেখেছি যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রথম সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেনকাদারিয়াগণ। তাঁদের আলোচনার সূত্র ধরেমুতাযিলারামানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন। মানুষেরকর্মের স্বাধীনতা না থাকলে তার কৃতকার্যের বিচার পরকালে সম্ভব নয়। তাঁরা আরও মনে করেন যে, মানুষ তার কাজেরসম্পূর্ণ নিয়ামক। তার কাজের ভাল-মন্দ ফলাফল কি হবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সেজন্য ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তিমানুষ পাবে। আল্লাহমানুষের কর্ম নির্বাচনকরেন না বা তিনি কর্তাও নন। সেজন্য তিনি ন্যায় বিচারক। কারণআল্লাহ যদি কর্ম নির্বাচনকরেন এবং সে কর্মফলের জন্য আবারমানুষেরপুরস্কার ও শাস্তি দেন তাহলে তিনি স্বেচ্ছাচার ও অন্যায় বিচারক বলে প্রতিপাদিত হন । কিন্তু আল্লাহরপ্রকৃতির সঙ্গে এই ধারণা আত্মবিরোধী। সুতরাং মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং কর্ম নির্বাচনের জন্য স্বাধীন পছন্দের বিষয়রয়েছে।

মুতাযিলারা তাঁদের মতের পক্ষে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করেন :

'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম করেন না।' (২২ঃ১০)

'নিশ্চয় আল্লাহকোনমানুষেরওপর জুলুম করেন না, বরং মানুষ তার নিজের ওপর জুলুম করে থাকে।' (১০ঃ৪৪)

'অনন্তর যে ব্যক্তি পরমাণু-পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে পরমাণু-পরিমাণ দুষ্কর্ম করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে।' (৯৯ঃ৭-৮)

৫। অনিষ্টের প্রকৃতি

আল্লাহ ন্যায় বিচারের আধারণ সেজন্য কোন অনিষ্টের কারণআল্লাহ হতে পারে না। তাহলে জগতে দৃশ্যমান অনিষ্টের কারণ কী ?কোনকোনমুতাযিলাচিন্তাবিদ এ ধরনের অনিষ্টের কথা অস্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে এই অনিষ্টের জন্য একমাত্রমানুষই দায়ী। সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "According to the earlier Mu'tazilas the presence of evil and mischief in this world does not indicate the negation of Divine righteousness, rather everything that occurs in the world is for the good of the creatures"। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। ইচ্ছা করলেই তিনি যে কোনকিছুকরতেপারেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রকৃতির বিপরীত এমন কিছু করেন না। সুতরাং অনিষ্টের জন্য মানুষই দায়ী। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তাঁরা তাঁদের সমর্থনে ব্যবহারকরেন :

'তোমার কপালে যা কিছু ভাল জোটে তা আল্লাহর তরফ হতে আসে-আর যা কিছু মন্দ জোটে তা তোমার নিজের তরফ হতে আসে।' (৪ঃ৭৯)

সার-সংক্ষেপ

মুতাযিলাদেরমতবাদগুলোর মধ্যেআল্লাহর একত্ব সম্পর্কিত মতবাদসবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিলআল্লাহর একত্বকে শক্ত ভিত্তিকওপর প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা কয়েকটি মূলনীতির কথা বলেন এবং একত্ব ও ন্যায়বিচারসম্পর্কে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মূলনীতিগুলো হলো ঃ আল্লাহর একত্ব, আল্লাহরবিচার, পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ও শাস্তির ভীতি, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন। তাঁদের তত্ত্বগুলো হলো ঃ ঐশী গুণাবলী, কোরআনেরসৃজন, আল্লাহর দর্শন, ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং অনিষ্টের প্রকৃতি। মুতাযিলাগণ সকল পৌত্তলিকতা দূর করে আল্লাহর একত্ব এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুশীলনী ঃমুতাযিলাচিন্তাগোষ্ঠীর তত্ত্বসমূহ ইসলামেরমূল শিক্ষার আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?আলোচনাকরুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

একত্ব পুণ্যবান আল্লাহরবিচার মধ্যবর্তী অবস্থা গোঁড়াপন্থী পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ন্যায় প্রতিষ্ঠা বিশ্বাসী পৌত্তলিকতা শাস্তির ভীতি স্বেচ্ছাচারিতা অবিশ্বাসী

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। মুতাযিলারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করেন। সত্য/মিথ্যা
২। মুতাযিলাদেরমূল কাজ ছিলকোরআনের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা না দেওয়া। সত্য/মিথ্যা
৩। মুতাযিলাদেরমতেআল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। সত্য/মিথ্যা
৪। মুতাযিলাদেরমতেকোরআন সৃষ্ট। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুতাযিলারা মোট কয়টি মূলনীতির উল্লেখ করেন
ক)চারটি খ) সাতটি
গ) ছয়টি ঘ) পাঁচটি

২। মুতাযিলাদেরমতেআল্লাহ কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতেপারেন
ক)পারেন না খ)পারেন
গ)বলাযায় না ঘ) অর্থহীন প্রশ্ন

৩। আল্লাহর স্বরূপ ব্যাখ্যায় মুতাযিলারাআল্লাহর সত্তা থেকে কী দূরীভূত করে
ক) পৌত্তলিকতা খ) স্বেচ্ছাচারিতা
গ) উভয়ই ঘ)কোনটিই নয়

৪। আল্লাহর গুণাবলী কি তাঁর সত্তাভিত্তিক
ক)না খ) হ্যাঁ
গ) জানা যায় না ঘ) তত্ত্ববহির্ভ ত বিষয়

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। মুতাযিলাদেরমূলনীতির যে কোন দু'টিরসংক্ষিপ্তব্যাখ্যা দিন।
২। ঐশী গুণাবলী সম্পর্কেমুতাযিলাদের মত সংক্ষেপেআলোচনাকরুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুতাযিলাদেরমূলনীতিগুলোর বিচারমূলক ব্যাখ্যা দিন।

২। **মুতাযিলাদেরমতবাদ**গুলোর বিশদ **ব্যাখ্যাকরুন।**

উত্তরমালা

অ. ১। **সত্য** ২। **মিথ্যা** ৩। **সত্য** ৪। **সত্য**

আ. ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ